২৫০/-
বার্ষিক সংখ্যা
জল জঙ্গল
সংরক্ষণের জন্য শেষ পর্যন্ত
নবম বর্ষ প্রথম সংখ্যা ২০২৪
জল
লোকনদী
জঙ্গল
পাখি চর্চা
প্রজাতি পরিচয়
পরিবেশ চর্চা
বিশেষ নিবন্ধ
অ্যালবাম
ও
অন্যান্য
ISSN
2456-2459

প্রথম প্রচ্ছদ ঃ অভিজিৎ ঘোড়াই
Black headed sea gull

শেষ প্রচ্ছদ ঃ চিন্তাহরণ ঘোষ
Short eared owl

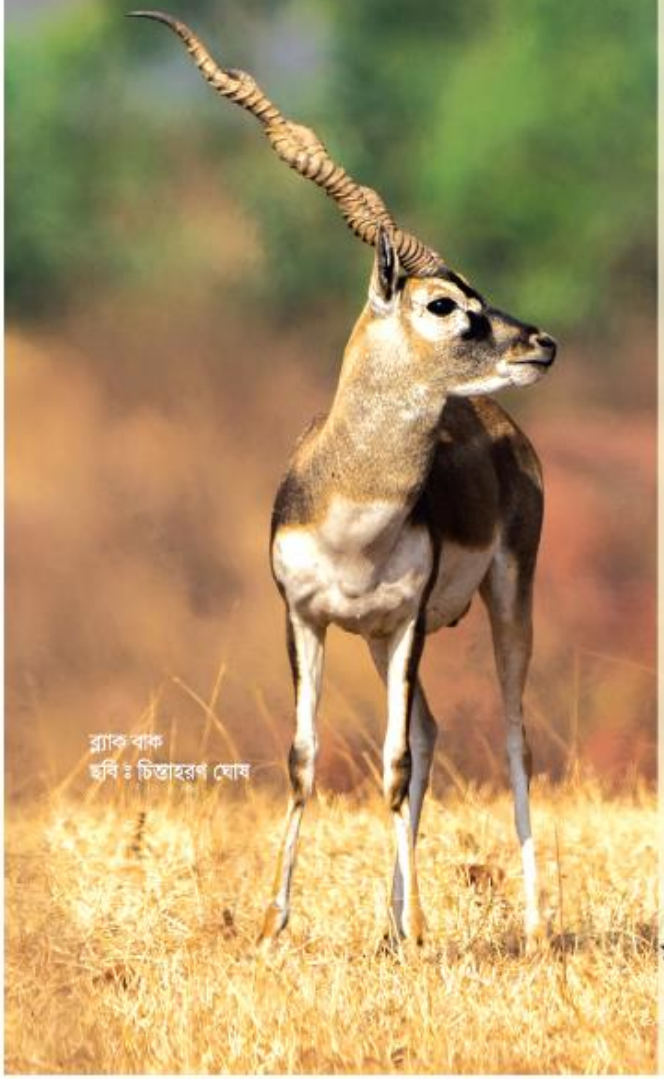

ব্ল্যাক বাক
ছবি ঃ চিন্তাহরণ ঘোষ

সূচিপত্র

জল
লোকনদী-১/বাঁকানদী-পৃ ১৮
লোকনদী-২ /সীতানদী-পৃ
মরা নদীর জলের খোঁজে-পৃ৬৩

জঙ্গল
রণথম্বোরে বাঘের দেশে-পৃ৭
মনকাড়া মাসাইমারা-পৃ৩০
ঝাড়গ্রামের বৃক্ষরাজি-পৃ৫৪

পাখি চর্চা
মেছো ঈগলদের কথা-পৃ১১
জলময়ূর-পৃ৩৫
জলপিপি-পৃ৩৯
কালো মাথা বান্টিং-পৃ৪১
দাগি বসন্তবৌরি-পৃ৪৪
অবলুপ্তির পথে ঘাসময়ূর-পৃ৫২
চখাচখি-পৃ৫৯
কাঠ ঠোকরা-পৃ৬৮
শঙ্খচিল-পৃ৭০

প্রজাতি পরিচয়
সুন্দরবনের কাঁকড়া-পৃ১৫
ভারতীয় নেকড়ে-পৃ৪৯
খেঁকশিয়ালি পালায় ছুটি-পৃ৫০
ঘড়িয়াল-পৃ৫৮

পরিবেশ চর্চা
সুন্দরবনের জোংড়া চুরি-পৃ২০
গঙ্গা মহাসভা-পৃ২৪

বিশেষ নিবন্ধ
হ্যাভলকের সাগর প্রাণী-পৃ৪৬
একটি প্রজাপতির জন্ম-পৃ২৬
ডায়ান ফসি-পৃ৬০
জলে ভেসে ছবি তোলা-পৃ২২

অ্যালবাম ও ইলাস্ট্রেশন্‌স
পৃষ্ঠা ২৯, ৪৫

অভিনন্দন
পৃষ্ঠা-৬৯

মূল্য : ২৫০ টাকা

রণথম্বোরে বাঘের দেশে

লেখা ও ছবি ঃ প্রবুদ্ধ বসু

অক্টোবরের এক শারদ অপরাহ্ন। রণথম্বোর অভয়ারণ্যের জোন ৩-আমি। গাঢ় নীল আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে একটা দুটো মেঘ। ধোঁক গাছের ছায়ায় নিজের মনে ঘস খেয়ে চলেছে একটি চিতল হরিণ পরিবার। তাদের গায়ে কোণাকুনি সূর্যের রশ্মি পড়ে সৃষ্টি হয়েছে এক মায়াবী পরিবেশের। হঠাৎই গাছের উপর থেকে ভেসে এলো হনুমানের বিপদ সংকেত, তারা সতর্ক করে দিচ্ছে ওই চিতলের দলকে, সামনে নিশ্চয়ই কোন বড় বিপদ। হরিণের দল ত্রস্ত পায়ে দৌড় শুরু করলো। ঘটনার আকস্মিকতায় আমরা তখন একেবারেই হতভম্ব, এদিক-ওদিক চাইছি, তবে কি মহারাজের আগমন ঘটলো? কিছুই বুঝতে পারছি না। দমবন্ধ করা পরিস্থিতি। সাসপেন্সে যবনিকা টেনে উঁচু টিলা থেকে দৌড়ে নামছে একজোড়া 'গোল্ডেন জ্যাকেল'। আচ্ছা, এরাই তাহলে বিপদের কারণ। তাদের জন্যই এত ছটোপাটি। হরিণের দলকে তাড়া করে, একটি শিয়াল ঝাপিয়ে পরল এক হরিণ শিশুর পিঠের ওপর ও অপরটি চেপে ধরল শিশুটির গলার নালী। মা হরিণ কোনো রকম বাধা দেওয়ার আগেই শেয়ালগুলি বাচ্চাটাকে নিয়ে দৌড়ে পৌঁছে গেছে টিলার ওপর। ওখানে দুটি শিয়ালের সাথে যোগ দিলো আরো একটি বাচ্চা শিয়াল, বাবা-মা যখন শিকারে ব্যস্ত, সে তখন বুঝি গা ঢাকা দিয়েছিল ঝোপের অন্তরালে, খাবার আনন্দে সে বেরিয়ে এসেছে ঝোপের মধ্যে থেকে। এবার শুরু হবে শেয়াল পরিবারের দ্বিপ্রাহরিক ভোজন। জঙ্গল জুড়ে তখন এক চাপা খুশির আবহ। অন্যদিকে সন্তান হারানোর বেদনা। জঙ্গলে জীবন মৃত্যু এভাবেই হাত ধরাধরি করে চলে। এমন দৃশ্য একমাত্র বাড়ির ড্রয়িং রুমে বসে, চায়ের পেয়ালা হাতে অ্যানিম্যাল প্লানেট চ্যানেলেই একমাত্র আগে দেখেছি।

ধলাগলা মানিকজোড়
Woolly-necked stork

মেছো ঈগলদের কথা

লেখা ও ছবি ঃ অভিজিৎ ঘোড়াই

WHITE BELLIED SEA EAGLE

পাখি বলতে আপনার মাথায় কি এল? ছোট্ট, রঙচঙে, মাথায় ঝুঁটি, মিষ্টি দেখতে, সুরেলা গলার আদরের একটা প্রাণী। বেশ, এবার একটু রুক্ষ করে ভাবা যাক। রুক্ষ পাখি মানে শিকারি পাখি, যার শীর্ষে অবস্থান ঈগলের। ঈগলের কথা আমরা কিশলয়ের প্রথম পাঠেই পড়েছিলাম। 'ইঁদুর ছানা ভয়ে মরে, ঈগল পাখি পাছে ধরে'। পেশীবহুল পা ও ডানা, ক্ষুরধার নখ (talon, hindclaw) এবং বাঁকানো অস্ত্রের ফলার মতো চঞ্চু (beak), সব মিলিয়ে বেশ একটা ভীতি প্রদর্শক এবং যথেষ্ট শক্তসমর্থ চেহারা। তাই শুধু ইঁদুর নয়, জঙ্গলে খাদ্যশৃঙ্খলের (food chain) একটা বিরাট অংশ ঈগলের ভয় নিয়ে বেঁচে থাকে। সেই শৃঙ্খল শুধু ডাঙ্গায় সীমাবদ্ধ নয়, জলের মাছও বেশ কিছু প্রজাতির ঈগলের প্রধান শিকার। কথায় বলে "মাছেভাতে বাঙালি"। বাংলা নদীমাতৃক দেশ, সুতরাং মাছের প্রাচুর্য সর্বত্রই। মানুষ ছাড়াও এই বিশেষ কিছু মেছো ঈগলের খিদে মেটায় মীন সম্প্রদায়। নদীর ধারে, জলাশয়ের ওপর ঝুঁকে থাকা গাছের ডালে, খালের ওপর পোঁতা বাঁশের মাথায় এরা বসে থাকে ওৎ পেতে জলের দিকে শ্যেনদৃষ্টিতে তাকিয়ে। অপেক্ষা করে একটা স্বাস্থ্যবান মাছ কখন উঠে সে জলের ওপরের দিকে। সেই অপেক্ষা কখনো ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলতে থাকে। মেছোঈগল বসে থাকে মড়ার মতো স্থাণুবৎ হয়ে। মাথায় ওপর সূর্য ঘুরে চলে পুবের আকাশ থেকে থেকে পশ্চিমে, তবু সে অপেক্ষা করে নির্লিপ্ত, নির্বিকার হয়ে। হঠাৎ সে ঝাঁপিয়ে পড়ে জলের মধ্যে। তার পেশীবহুল পায়ের বড়শির হুকের মতো নখ সোজা বিঁধে যায় একটা দুর্ভাগা মাছের পেটে। পেট এফোড়ওফোড় করে দেয়, ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসে রুধিরধারা। ডানার ঝাপটে ছটফট করতে থাকা মাছটাকে নিয়ে উড়ান দেয় মেছোঈগল।

বিখ্যাত আফ্রিকান ফিশ ঈগল বা আমেরিকার বল্ড ঈগল আমাদের দেশে দেখা না গেলেও বেশ কিছু প্রজাতির ঈগল এখানে দেখা যায় যাদের খাদ্যতালিকায় প্রধান হলো মাছ। এদের নিয়েই আলোচনা হবে আজ ঃ

১. অস্প্রে (Osprey) মাছপ্রেমী ঈগলদের মধ্যে সবথেকে বিখ্যাত এবং সব থেকে বেশী ছবিতোলা হয় এই পাখির। বাংলায় মাছমুরাল নামে পরিচিত এরে বিজ্ঞানসম্মত নাম *Pandion haliaetus* দূরদৃষ্টি ও প্রাচুর্যের প্রতীক হিসেবে পরিচিত এই পাখি জায়গা করে নিয়েছে বহু দেশের ডাকটিকিটে এবং সামরিক পোশাকে।

জলে ভেসে ছবি তোলা

পদ্মনাভ সাঁতরা

আমার চিত্রগ্রাহক হিসাবে পথচলার শুরু থেকেই ভালোবাসার ক্ষেত্র ছিল বন্যপ্রাণ। সবথেকে আকর্ষণীয় লাগত পাখিদের ছবি তোলা। নিজে ছবি তোলার পাশাপাশি অন্য চিত্রগ্রাহকদের ছবিও খুঁটিয়ে দেখি শুরু থেকেই। লক্ষ্য করতাম ভঙ্গিমাগুলির প্রকাশ এইরকম। সেই থোড়–বড়ি খাড়া আর খাড়া–বড়ি থোড় ভঙ্গিতে তোলা ছবিগুলিতে আমি সন্তুষ্ট হতে পারছিলাম না। আমার ইচ্ছা করত অন্যভাবে পাখিদের জগতকে দেখার। কিন্তু আমার সেই মনের খিদে কোনো ভাবেই মিটছিল না। অনেক রকম সমর্থ হচ্ছিলাম না। সেখানেই ছবি তুলতে যাই দেখি চিত্রগ্রহণ প্রক্রিয়া সবক্ষেত্রেই অতিরিক্ত আরামদায়ক। পাখিগুলি যেন জানে তাদের ছবি তোলা হচ্ছে এবং তারা অভ্যস্ত ছন্দে এইকরকম পোজ দিয়ে যাচ্ছে। আমি চাইছিলাম ওদের অজান্তে ওদের অচেনা জীবনের কিছু মুহূর্তকে লেন্সবন্দী করতে, যা কার্যত অসম্ভব মনে হচ্ছিল। কিভাবে এই অসম্ভবকে সম্ভব করা যায় তার উপায় খুঁজে চলছিলাম অবরিত। You-Tube –এ খোঁজাখুঁজি শুরু করলাম। দেশি বিদেশি প্রচুর মানুষের নানান ধরনের চিন্তা ভাবনার ঝলক দেখতে দেখতে 'Hide' -এর ধারণা মাথায় এল। বেশিরভাগ মানুষ readymade hide কিনে ব্যবহার করছেন দেখলাম, যার দাম আমার মতো নিম্নমধ্যবিত্তের লাগালের বাইরে। আরো একটা সমস্যা হলো, আমরা যারা সাধারণ পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে ছবি তোলার স্থানে যাতায়াত করি তাদের পক্ষে অত ভারী এবং বিশালাকার জিনিসটি বয়ে নিয়ে যাওয়া একপ্রকার অসম্ভব।